ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ডিপফেকের শিকার হলেন রণবীর

পৃঃ ৫

পাকিস্তানের সাথে টেস্ট সিরিজ খেলতে আগ্রহী ভারতের অধিনায়ক রোহিত

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১১৩ ● কলকাতা ● ১৩ বৈশাখ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আসনে বসে বিজেপি পার্টি করতে

আর ছেলেমেয়ের চাকরি খেতে:মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে এক ধাক্কায় প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীর চাকরি গিয়েছে। তা নিয়ে যখন গোটা বাংলা আন্দোলিত, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বোঝাতে চাইলেন, সবটাই ষড়যন্ত্র।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের রায়কে বিজেপি যখন হাতিয়ার করতে চাইছেন, এবং ইনিয়ে বিনিয়ে সেটা যখন প্রচারের অস্ত্র করে নিয়েছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তখন মমতা পাশা বদলে দিতে চাইছেন। সাধারণ মধ্যবিত্ত মননে কারও চাকরি যাওয়া নিয়ে সহানুভূতি থাকে। বিশেষ যে ২৬ হাজার জনের চাকরি গেছে, তাঁদের অনেকেই যোগ্য বলে দাবি করছেন। ফলে মুড়ি মিছরি এক করে দেওয়া নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে। সেই অসন্তোষের আঁচ বিজেপির দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং সেই কারণেই বলেছেন, 'তুমি বিচারকের আসনে বসে বিজেপি পার্টি করতে আর ছেলেমেয়ের চাকরি খেতে। প্রথম সইটা তুমিই করেছিলে। তুমি বিচারকের নামের কলঙ্ক।'চাকরি বাতিলের ব্যাপারে হাইকোর্টের রায় ঘোষণার দিন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পদত্যাগ করুন। এমনকী যোগ্যদের চাকরি যাওয়ার

এরপর ৩ পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই একই বিষয়ে

মোট পাঁচটি আবেদন জমা পড়েছিল হাই কোর্টে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের আবেদন গ্রহণ করল কলকাতা হাই কোর্ট। তবে পদক্ষেপ করার বিষয়টি এখনই স্পষ্ট করল না আদালত। মমতার ওই মন্তব্যেই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বৃহস্পতিবার বিকাশ আদালতে বলেন, "অপরাধমূলক মন্তব্য করা হচ্ছে। পদক্ষেপ করা না হলে সবাই আদালতকে দেখে হাসাহাসি করবে।" একই সঙ্গে তিনি সওয়াল করেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, আদালত বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বিচারপতির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বিচারপতিরা নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে কাজ করেন। কিন্তু গোটা হাই কোর্ট বিক্রি হয়ে গিয়েছে, এমন মন্তব্য কেন? এতে আদালতের সম্মানহানি হচ্ছে।"এসএসসি মামলার রায় নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি আদালত নিয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন মমতা, সে বিষয়েই বৃহস্পতিবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।দুপুর ২টো থেকে সেই মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে। বেঞ্চ জানায়, আবেদন গ্রহণ করা হলেও পদক্ষেপের বিষয়টি আপাতত তারা বিবেচনাধীন রাখছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই একই বিষয়ে মোট পাঁচটি আবেদন

এরপর ৩ পাতায়

শ্রম আইনে চাকরিহারা

শিক্ষকদের বেতন দিতে চলেছে রাজ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাইকোর্টের নির্দেশে যে ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী চাকরি হারিয়েছেন, তাঁদের এপ্রিল মাসের বেতন দেওয়া হবে। শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর, শ্রম আইন অনুসারে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, যত দিন সুপ্রিম কোর্টে এই মামলা চলবে, তত দিন কারও বেতন বন্ধ করা হবে না।

হাইকোর্টের এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে রাজ্য সরকার। তাদের যুক্তি, পাঁচ হাজার চাকরিপ্রাপকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে বাকি ২০ হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী কেন ভুক্তভোগী হবেন? কেনই বা তাঁরা শাস্তি পাবেন? কেন সম্পূর্ণ নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল করে দেওয়া হবে? যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে দাঁড়িয়ে মামলা করা হয়েছে শীর্ষ আদালতে।চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। শিক্ষা দফতরের পাশাপাশি স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফেও পৃথক ভাবে মামলা করা হয়েছে। ফলে বিষয়টি বর্তমানে শীর্ষ আদালতে বিচারাধীন।

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, যে হেতু মামলাটি বিচারাধীন এবং ওই ২৫,৭৫৩

এরপর ৩ পাতায়

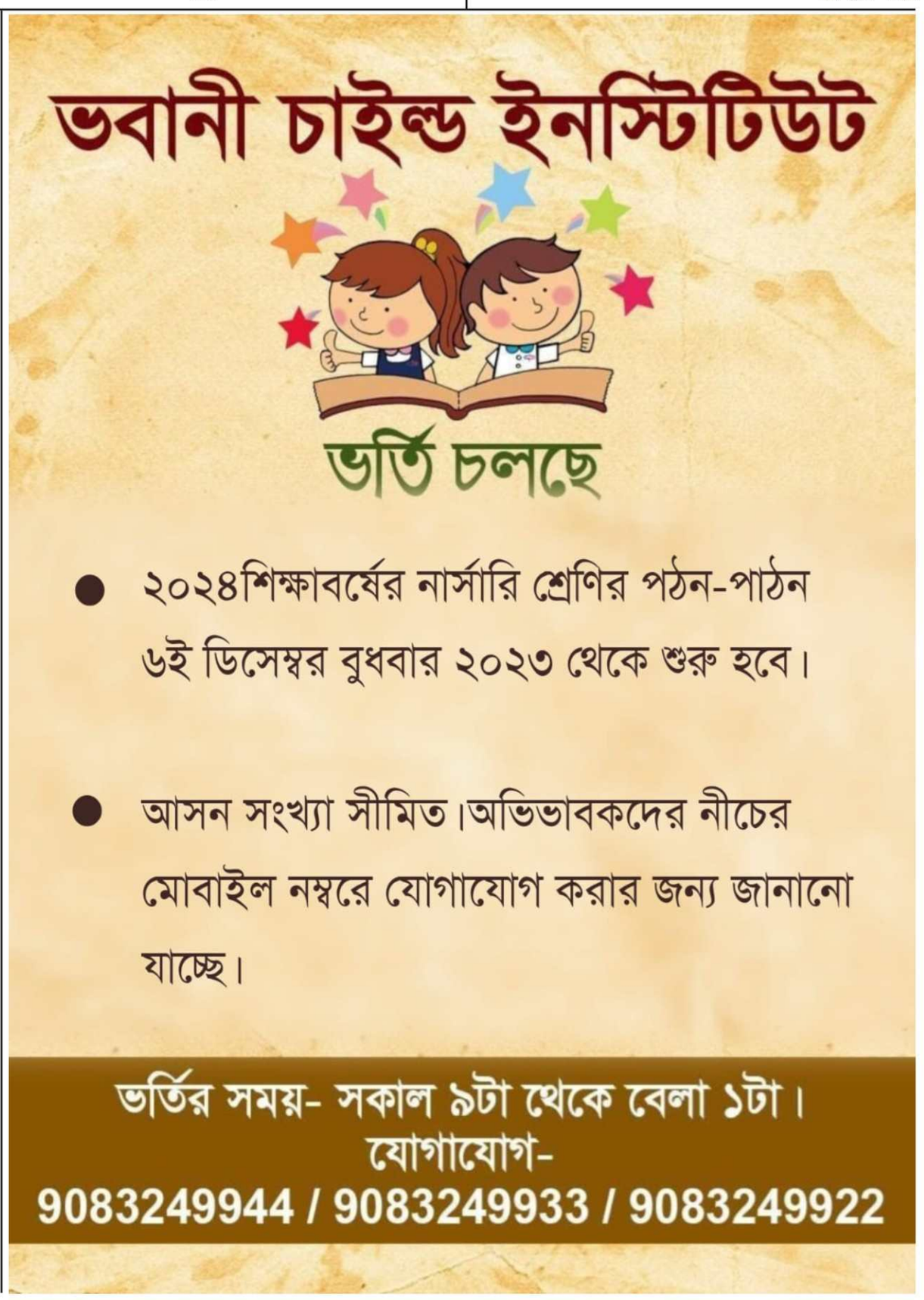

তীব্র গরমে বাসন্তীতে

মানবিক উদ্যোগ মাদ্রাসার ছাত্রদের!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : তীব্র গরমে পুড়ছে সমগ্র বাংলা । গত কয়েক দিনে ব্যাপক হারে বেড়েছে তাপমাত্রা। দাবদাহের হাত থেকে রেহাই নেই প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী, ক্যানিং কিংবা গোসাবার মতো ব্লকের বাসিন্দাদের। ইতিমধ্যেই এই সুন্দরবনের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি পেরিয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিদিন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে তাপমাত্রা। বর্তমানে বাসন্তী, ক্যানিং সহ গোসাবার তাপমাত্রা প্রায় ৪২ ডিগ্রির আশেপাশে। নাজেহাল অবস্থা পথ চলতি সাধারণ মানুষ থেকে প্রায় প্রত্যেকের। এইমত অবস্থায় প্রখর গরমের মধ্যে মানবিক কর্মসূচি পালন করতে দেখা গেল বাসন্তী ব্লকের কলতলা বাজার সংলগ্ন 'নাছরুল উলুম সিদ্দিকীয়া কোরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার' ছাত্রদের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তাদেরকে দেখা গেল পথ চলতি যাত্রীদের থেকে শুরু করে গাড়ির চালকদের কে দাঁড় করিয়ে করিয়ে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ঠান্ডা পানীয়। আর মাদ্রাসার ছাত্রদের এই কর্মকান্ড আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলবে বলে জানিয়েছেন তারা। আর এই তীব্র অস্বস্তিকর গরমের মধ্যে, ঠান্ডা পানীয় পেয়ে অত্যন্ত খুশি সাধারণ পথ চলতি যাত্রীরা থেকে গাড়ির চালকরা । আর নাছরুল উলুম সিদ্দিকীয়া কোরানিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান ছাত্রদের এই মানবিক উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন সমাজের প্রত্যেকে স্তরের মানুষরা ।

বুনিয়াদপুরে ১০টি বুথ পরিচালনায় মহিলা ভোট কর্মীরা

বালুরঘাট : নিউজ সারাদিন : বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের হরিরামপুর বিধানসভার(৪২) বুনিয়াদপুর পৌর এলাকাতে ১০ টি বুথ পরিচালনা করবেন মহিলা ভোট কর্মীরা। এরমধ্যে বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয় মডেল বুথ হিসেবে ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই ১০টি বুথে ৪০ জন মহিলা ভোট কর্মী কর্মরত থাকবেন এর পাশাপাশি ১৭ জন মহিলা ভোট কর্মী রিজার্ভে থাকবেন। বুনিয়াদপুরে ১০টি মহিলা ভোট কর্মী দ্বারা পরিচালিত বুথ হলো ১) ১৬১ শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়(উত্তর), ২) ১৬২ শিবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়(দক্ষিণ), ৩) ১৬৬ বুনিয়াদপুর উচ্চ বিদ্যালয়(উত্তর), ৪) ১৬৭ বুনিয়াদপুর উচ্চ বিদ্যালয়(পূর্ব), ৫) ১৬৯ বুনিয়াদপুর উচ্চ বিদ্যালয় (দক্ষিণ), ৬) ১৭৮ বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয় (রুম নং -১), ৭) ১৮১ বংশীহারী বালিকা বিদ্যালয় (রুম নং -২), ৮) ১৭৭ সরাই-বুনিয়াদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯) ১৮০ সরাই- বুনিয়াদপুর এফ. পি. বিদ্যালয়, ১০) ১৮৫ নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়।

পাহাড় থেকে সমতলে দার্জিলিং,

শিলিগুড়ি, মালদা জেলায় শান্তি পূর্ন ভোট সচেতনে স্বপন দত্ত বাউল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পাহাড় থেকে সমতলে ছুটে চলেছেন লোক সভা ভোটের দিন ঠিক হওয়ার পর দিন থেকেই শুধু বাংলার নয় ভারত মাতার বাউল ছেলে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল। এ পর্যন্ত ১৭ টি জেলায় নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে শান্তিরপূর্ন ভোটের বার্তা দিয়ে সারা রাজ্য কে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন স্বপন বাউল একাই একশো হয়ে। শুধু সমতলের জেলা গুলিতে নয় ২২ এপ্রিল সুদূর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলায় এবং ২৩ এপ্রিল সমতলে শিলিগুড়ি তে ও ২৪ এপ্রিল মালদা জেলায় পথে পথে ঘুরে ঘুরে বাউল গানে বলছেন স্বপন শান্তি পূর্ন ভোট দাও শান্তি ভঙ্গ কেউ কোরো না। বোমাবাজি প্রাণ হানি করে মায়ের কোল শূন্য করে দিও না।। স্বপন দত্ত বাউল বলেন ২০২৪ লোক সভা ভোটের প্রথম দফা ভোটেই

এরপর ৩ পাতায়

বালুরঘাটে ১৫৬৯ টি বুথে ভোটগ্রহণ আজ

সুশোভন সিংহ; বালুরঘাট: নিউজ সারাদিন : ৬ নং বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ আজ। এই লোকসভা কেন্দ্রে ১৫৬৯ টি বুথে মোট ১৫ লাখ ৬১ হাজার ৯৬৬ জন ভোটার ভোট দেবেন। যার মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৭লাখ ৯৮ হাজার ২১৭ জন, মহিলা ভোটার সংখ্যা ৭লাখ ৬৩ হাজার ৬৬৮ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৮১ জন। জেলায় মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ১৫৬৯ টি যার মধ্যে সহায়ক ভোট গ্রহণ কেন্দ্র-এর সংখ্যা ২ এবং মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৩৬+১ টি। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় মোট সাতটি মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। এছাড়া এই লোকসভা কেন্দ্রে মোট ৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার জেলা সদর বালুরঘাটের আর সি ডি ডি সেন্টার পর্যবেক্ষণ করেন জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপার। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানা যায় বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় মোট স্পর্শকাতর(ক্রিটিকাল) ভোট গ্রহণ কেন্দ্র(বুথ) সংখ্যা ৩২৪ টি। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই জেলার আর সি ডি সি সেন্টারগুলো থেকে ভোট কর্মীরা তাদের নির্ধারিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে রওনা দিতে শুরু করেন। এই বিষয়ে ভাদ্রি সাহা নামক এক নতুন ভোট কর্মী জানান," ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে না যাওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তা কিংবা সুরক্ষা বিষয় নির্বাচন কমিশন কতটা ব্যবস্থা নিয়েছে তা বলা যাবে না,তবে আর সি ডি সি র ব্যবস্থা ভালো করা হয়েছে।" নির্বাচন কমিশনের সূত্রের খবর, প্রতিটি বুথে ভোটারদের জন্য পানীয় জল এবং ওআরএস এর ব্যবস্থা থাকবে।

এই লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোট কর্মী ৬৪০৮ জন,পুরোপুরি মহিলা পরিচালিত বুথ ৩৬+১টি। ডিসিআরসি ইটাহার বিধানসভার জন্য রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজ। কুশমন্ডি এবং হরিরামপুর বিধানসভার জন্য বুনিয়াদপুর কলেজ। বাকি সবগুলির জন্য বালুরঘাট কলেজ। স্ট্রংরুম বালুরঘাট কলেজ এবং গণনা কেন্দ্র বালুরঘাট কলেজ। মোট ১৩ জন প্রার্থী লড়াই করছেন এই লোকসভা কেন্দ্রে।

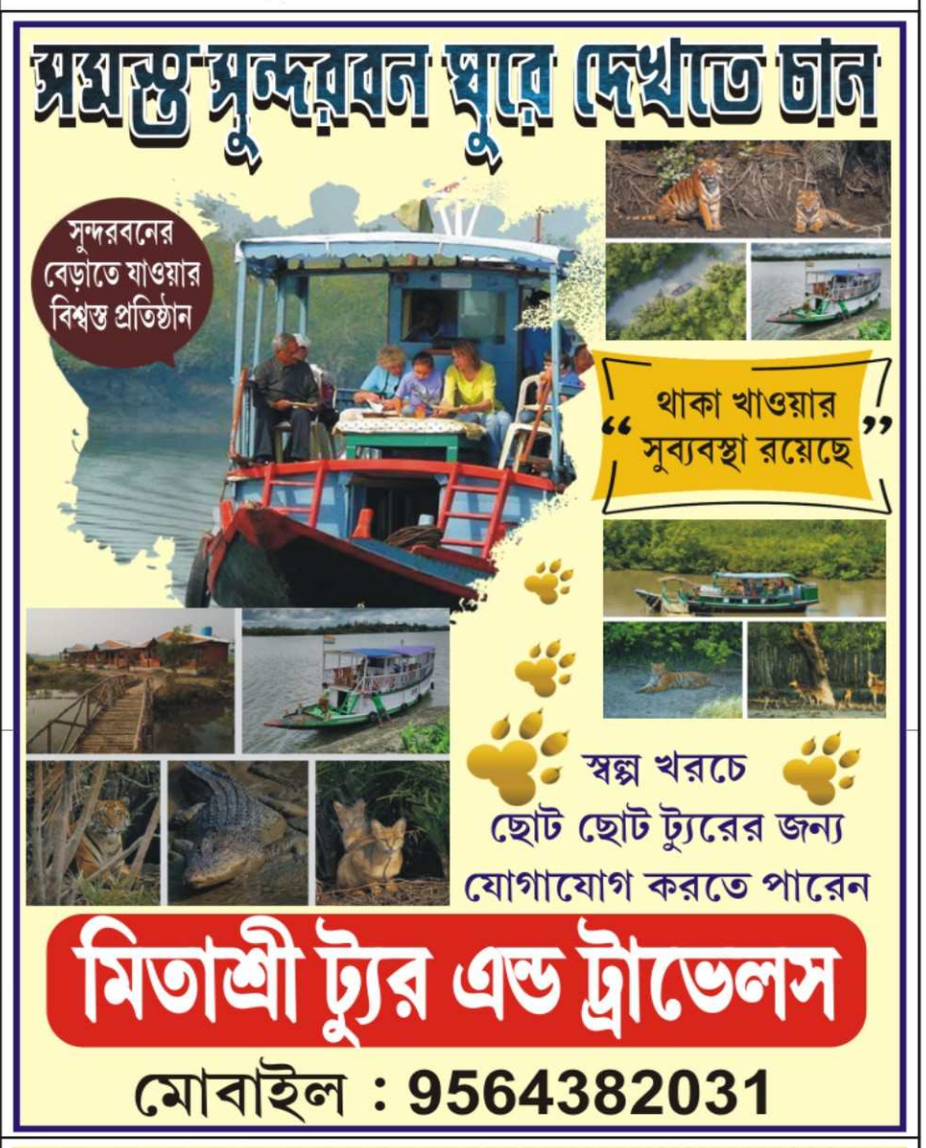

টাইড সমীক্ষা সন্ধান;

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে ৭৮ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তার কাছে পরিবার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা

- ভারত নারী আকাঙ্ক্ষা সূচক প্রতিবেদনের সূচনা, যেমন মূল অনুসন্ধানগুলি সহ
  - ৭৭% তাদের সাফল্যের যাত্রার পিছনে পরিবারকে 'মূল ফ্যাক্টর' হিসাবে বিবেচনা করে
  - ৬৩% নারী ব্যবসায় গাইড করার জন্য মেন্টরশিপ পাওয়ার দাবি করেন
  - ৮০% মহিলা ব্যবসায় সক্ষম হিসাবে ডিজিটাল সাক্ষরতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন
  - ৪৭ % ঋণ প্রাপ্তিতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন

Kolkata, ২৪শে এপ্রিল, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : ব্যবসায়িক আর্থিক প্ল্যাটফর্ম ভারতে টাইড১, ভারতের মহিলাদের নেতৃত্বাধীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য প্রথম ভারত উইমেন অ্যাসপিরেশন ইনডেক্স (বিডব্লিউএআই) চালু করছে। সূচকটি ভারতের দ্বিতীয় স্তর এবং শহরগুলির বাইরেও মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রেরণা, আকাঙ্ক্ষা এবং চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছে। টাইড ইন ইন্ডিয়া মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য অফলাইন এবং অনলাইন নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ প্রদানের জন্য উত্তর, উত্তর-পূর্ব, পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণে পিয়ার কমিউনিটি গ্রুপ - টাইড উইমেন ইন বিজনেস এনসেম্বল (টিডব্লিউআইবিই) প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টিডব্লিউআইবিই মহিলা-নেতৃত্বাধীন ছোট ব্যবসায়ের জন্য সমর্থন বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করে, যা সাধারণত ০ - ১০ জনকে নিয়োগ করে। কোম্পানির প্রতিশ্রুতি প্রথম রিপোর্টের ফলাফল থেকে উদ্ভূত হয়ছে, অর্থাৎ সি.৬৩% মহিলা বলেছেন যে তারা তাদের ব্যবসা গড়ে তোলার সময় পরামর্শদাতা থেকে উপকৃত হয়েছেন। টাইড ইন্ডিয়া তার প্রথম বিডব্লিউএআইয়ের জন্য দ্বিতীয় স্তর এবং শহর থেকে ১৮-৫৫ বছর বয়সী ১,২০০এরও বেশি নতুন এবং বিদ্যমান ব্যবসার মালিকদের সমীক্ষা করেছে।

বিডব্লিউএআই একটি অনন্য উদ্যোগ কারণ এটি মুম্বাই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, কলকাতার মতো মেট্রোপলিটন এবং উদ্যোক্তা কেন্দ্রগুলির পরিবর্তে ছোট শহর এবং শহরতলির মহিলা ব্যবসায়ীদের আকাঙ্ক্ষাগুলি পারিবারিক নেটওয়ার্ককে 'সহকর্মী' হিসাবে উল্লেখ করে, যা নারীদের নেটওয়ার্ক এবং ব্যবসায়িক জ্ঞানের সাথে উন্নত করার জন্য কাঠামোবদ্ধ প্রোগ্রামের অভাব নির্দেশ করে।

৪. আত্মনির্ভর মহিলা ব্যবসার মালিকরা মনে করেন ডিজিটাল সাক্ষরতা থাকা আবশ্যক: প্রায় ৮০% মহিলা স্বীকার করে যে ডিজিটাল সাক্ষরতা একটি গুরুত্বপূর্ণ সক্ষমতা। প্রায় ৫১%, বা ২ জনের মধ্যে ১ জন ব্যবসায়ী মালিকরা ব্যবসার জন্য ডিজিটাল সরঞ্জামগুলি অ্যাক্সেস করতে বাধার মুখোমুখি হন।

৫. মহিলা উদ্যোক্তারা স্থানীয় জন্য সোচ্চার: ব্যবসায় মহিলাদের আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রে পরিবার এবং সম্প্রদায় থাকায়, ভারতের উদ্যোক্তারা স্থানীয়ভাবে তাদের ব্যবসা গড়ে তুলতে আগ্রহী। প্রায় ৩৮% মহিলা মনে করেন যে গ্রাহক অ্যাক্সেস করা সহজ, যখন সি.৩১% মহিলা মনে করেন যে স্থানীয় বাজারে প্রথম প্রবর্তনের সুবিধা তাদের ব্যবসা এবং ব্যবসায়িক গল্পে একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত দেয়।

৬.ভারতে সাংস্কৃতিক বাধাগুলি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, কর্মজীবনের ভারসাম্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ: শুধুমাত্র ১৩% মহিলা তাদের উদ্যোক্তাদের সাধনায় সাংস্কৃতিক বাধার কথা জানিয়েছেন যা মহিলাদের 'উপার্জনকারী সদস্য' হওয়ার জন্য সামাজিক সমর্থনে একটি নাটকীয় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। দরিদ্র কর্মজীবনের ভারসাম্যে, শহুরে দুর্দশা সম্পর্কে বহুল আলোচিত ছোট শহরগুলির, সি.৭২% মহিলা উদ্যোক্তাদের

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এই একই বিষয়ে মোট পাঁচটি আবেদন জমা পড়েছিল হাই কোর্টে

জমা পড়েছিল হাই কোর্টে। প্রধান বিচারপতি শুনানির পর বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ হবে কি না, তা বিবেচনাধীন রাখা হচ্ছে। তবে আবেদনটি গ্রহণ করা হল।" একই সঙ্গে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, আদালত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে কি না, তা ঠিক করবে একটি বেঞ্চ। ফলে আপাতত ওই বেঞ্চের সিদ্ধান্তের উপরেই নির্ভর করছে এই মামলার ভবিষ্যৎ। সোমবার এসএসসি মামলার রায় ঘোষণার পর আদালতের নির্দেশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে কিছু মন্তব্য

১-ম পাতার পর

শ্রম আইনে চাকরিহারা শিক্ষকদের বেতন দিতে চলেছে রাজ্য

জন প্রত্যেকেই এপ্রিল মাস জুড়ে কাজ করেছেন, তাই তাঁদের বেতন দেওয়া হবে। শ্রম আইন অনুসারে, কেউ কাজ করলে তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হয়। সেই আইন অনুসরণ করেই চাকরিহারাদের এপ্রিলের বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।উল্লেখ্য, এসএসসিতে নিয়োগ 'দুর্নীতি' মামলায় সোমবার ২০১৬ সালের নিয়োগপ্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করা হচ্ছে। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সম্পূর্ণ বেতন ফেরত দিতে হবে। বছরে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ ওই বেতন ফেরত দিতে হবে। পাশাপাশি এই মামলায় সিবিআইকে তদন্ত চালিয়ে যেতে বলেছে আদালত। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সংস্থা সন্দেহভাজনদের হেফাজতে নিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। এমনকি, রাজ্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১-ম পাতার পর

আসনে বসে বিজেপি পার্টি করতে আর ছেলেমেয়ের চাকরি খেতে:মমতা

প্রসঙ্গে অভিজিৎ বলেছিলেন, 'মুড়ি মিছরি আলাদা করা যায়নি'।

এদিন তমলুকে প্রচারে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যিনি এখানে দাঁড়িয়েছেন, তিনি বিচারালয়ে বসে বিজেপির সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন, নিজেই জানিয়েছেন। বিচারের আসনে বসে বিজেপি পার্টি করতেন আর অন্যের চাকরি খেতেন, তাঁকে আমি কী বলব!'

মমতার কথায়, 'যিনি এখানে দাঁড়িয়েছেন, তিনি মনে করছেন, এটাও বিচারালয়। আমি বলি, আগে নিজের লজ্জা ঢাকুন। পরে পদত্যাগের কথা বলবেন। আপনি বিচারকের নামের কলঙ্ক।' বিচারপতি থাকাকালীন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বারবার নানা প্রশ্ন তুলেছিলেন আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও খোঁচা দিয়ে বলেন, ছিলেন তো বিকাশ ভট্টাচার্যর জুনিয়র। এখন গদ্দারের জুনিয়র না সিনিয়র হয়েছেন, কে জানে!

এদিন দেবাংশুর জন্য প্রচারে গিয়ে মমতা আরও বলেন, 'এই আসনে আমরা ইচ্ছা করেই অন্য প্রার্থী দিইনি। কারণ, ছাত্রছাত্রীদের সবচেয়ে বেশি চাকরি খেয়েছেন উনি। তোমার যদি মনে হয়েছে, ভুল হয়েছে, তুমি বলতে পারতে ঠিক করে নাও। কিন্তু তুমি এক কথায় সবার চাকরি খেয়েছ। তোমাকে ছেড়ে দেব?'

নরেন্দ্র মোদি ও রাহুল গান্ধি,

দু'জনের বিরুদ্ধেই নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নরেন্দ্র মোদি ও রাহুল গান্ধি, দু'জনের বিরুদ্ধেই নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ। অবশেষে নড়েচড়ে বসল নির্বাচন কমিশন। বিজেপি ও কংগ্রেসকে চিঠি দিয়ে জবাব তলব করল কমিশন। দুই দলের সভাপতিকে চিঠি দিয়ে মোদি ও রাহুলের মতো দুই তারকা প্রচারককে ভাষণ নিয়ে সাবধান করার নোটিস দেওয়া হয়েছে।নির্বাচন কমিশনের চিঠিতে দাবি, রাহুল গান্ধির ১৮ এপ্রিল কেরলের কোট্টায়ামের ভোটপ্রচারের ভাষণে বিধিভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে, রাজস্থানে সদ্য এক জনসভায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুসলিম তোষণ নিয়ে একটি মন্তব্য করেছিলেন। সেখানে কংগ্রেসের নির্বাচনী বিধিভঙ্গ নিয়েও রাহুলদের নিশানা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে ভোট চাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল মোদি ও রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে। নির্বাচন কমিশনে

এরপর ৪ পাতায়

লোকসভা নির্বাচন ২০২৪

ক্রমবর্ধমান নির্বাচনী উত্তেজনার মধ্যে আগামীকাল ৮৮টি আসনে ভোট

সুবীর সেন, সিনিয়র সাংবাদিক। নতুন দিল্লি, ২৫ এপ্রিল, ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : ক্রমবর্ধমান নির্বাচনী উত্তেজনার মধ্যে, আগামীকাল লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপে ১২টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৮৮টি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে।

এই পর্বে, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী ওয়েনাড, লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা কোটা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর তিরুবনন্তপুরম, অভিনেত্রী হেমা মালিনী মথুরা এবং শিরোনাম দখলকারী বাহুবলী পাপ্পু যাদব পূর্ণিয়া সহ ১২০৬ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে পর্বে, ১৯ এপ্রিলে ১০২টি আসনে ভোট হয়।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণের জন্য বিশেষ করে যেসব এলাকায় গোলযোগের আশঙ্কা রয়েছে সেখানেও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এই পর্বে শ্রী গান্ধীর নির্বাচনী এলাকা ওয়ানাদ, শ্রী বিড়লা কোটা, অভিনেত্রী হেমা মথুরা এবং বাহুবলী পাপ্পু যাদবের নির্বাচনী এলাকা পূর্ণিয়া খবরে ছিল। বিরোধীদের দৃঢ়তা এই মহারথীদের এলাকায় জোরালোভাবে প্রচার চালায় পূর্ণিয়ায় যেখানে মিঃ যাদব স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

প্রথম ধাপের নির্বাচনী প্রচারণায় শুধু ভোটারদের মধ্যে নীরবতাই ছিল না, প্রার্থীদের মধ্যেও বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি, তবে দ্বিতীয় পর্বে ভোটারদের নীরবতার মধ্যেই নেতারা একে একে মৌখিক গুলি ছোড়েন। অন্যান্য নির্বাচনী ইশতেহার, সংখ্যালঘু, মঙ্গলসূত্র, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্ব নিয়ে বিরোধীরা যখন অনেক গুরুতর অভিযোগ তোলেন, তখন তার জবাবে বিজেপিও স্বজনপ্রীতি ও আঞ্চলিক দলগুলোকে বাদ দেয়নি BJP.L.S.কে কোণঠাসা করতে।

২ পাতার পর

টাইড সমীক্ষা সন্ধান; দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের শহরগুলিতে ৭৮ শতাংশ মহিলা উদ্যোক্তার কাছে পরিবার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা

মধ্যে আরও ভাল সহায়তা ব্যবস্থা চাই অনুরণিত হয়।

অলিভার প্রিল, গ্লোবাল সিইও, টাইড বলেন, "টাইডের লক্ষ্য হল ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ বিশ্বব্যাপী ৭০০,০০০ এরও বেশি মহিলা ছোট ব্যবসার মালিককে আনুষ্ঠানিক করা। ব্যবসায় মহিলাদের সমর্থন করার জন্য আমাদের বৈশ্বিক উদ্যোগের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অংশীদার হিসাবে, আমরা বিশ্বাস করি যে লক্ষ্যযুক্ত উদ্যোগগুলি সফল ব্যবসায়ের বাধাগুলি দূর করতে সাহায্য করবে। টাইডের প্রথম ভারত উইমেন অ্যাসপিরেশন ইনডেক্সের এমন একটি সন্ধানের পিছনে, আমরা ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত যে ভারত আমাদের প্রথম বাজার হবে যেখানে টাইড নারী সদস্যদের অফলাইন এবং অনলাইন নেটওয়ার্কিং অফার করার জন্য দেশের প্রতিটি অঞ্চলে পিয়ার কমিউনিটি গ্রুপ চালু করবে।"

নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বড় বাধা হল লিঙ্গ এবং অঞ্চল (বিশেষ করে টায়ার ২শহর এবং তার বাইরে) দ্বারা নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব। আধা-শহুরে এবং গ্রামীণ এলাকায় নারী উদ্যোক্তাদের প্রবণতা সম্পর্কে সচেতনতা, তথ্য এবং অন্যান্য অন্তর্দৃষ্টির অভাব একটি বৃহত্তর প্রভাবে অনুবাদ করে যেখানে লক্ষ্যযুক্ত পদক্ষেপ এবং সহায়তা আর্থিক বা পরামর্শের অভাব হতে পারে। নারী-মালিকানাধীন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সম্পর্কে একটি আঞ্চলিক সমীক্ষা হল একটি প্রাসঙ্গিক পটভূমি প্রদান করা এবং দেশ-নির্দিষ্ট কৌশলগুলি ডিজাইন করা।

গুরজোধপাল সিং, সিইও, টাইড ইন্ডিয়া বলেন, "বিডব্লিউএআইএর অনুসন্ধানগুলি ছোট শহরগুলির মহিলাদের আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা এবং চ্যালেঞ্জগুলিকে তুলে ধরেছে। ফলাফলগুলি তাদের সাফল্যের গল্পগুলির মূল অংশীদার হতে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ব্যবসা করার জন্য তহবিল, পরামর্শদাতা এবং ডিজিটাল সরঞ্জামগুলির অ্যাক্সেস দৃঢ়ভাবে জড়িত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। যদিও ছোট শহরগুলির মহিলা উদ্যোক্তারা রিপোর্ট করে যে তাদের ঋণের অ্যাক্সেস রয়েছে, আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের বোঝার মধ্যে একটি বড় ব্যবধান ইঙ্গিত করে যে, অনানুষ্ঠানিক অর্থ ঋণ দেওয়ার চ্যানেলগুলির উপস্থিতি যা তাদের সর্বোত্তম স্বার্থে নাও হতে পারে। টাইডের কাস্টমাইজড ডিজিটাল টুলস নারী উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির অংশ হতে সাহায্য করে, তাদের অর্থপ্রদান, প্রশাসন, ট্যাক্সেশন, ক্রেডিট এবং আরও অনেক কিছুর জন্য কাঠামোগত সমাধান প্রদান করে।"

বিডব্লিউএআই মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য আরও সহায়ক বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে নীতিনির্ধারক, ব্যবসা এবং এনজিও সহ স্টেকহোল্ডারদের জন্য একটি রোডম্যাপ হিসাবে কাজ করে। প্রতিবেদনে অর্থায়ন, মেন্টরশিপ, ডিজিটাল সাক্ষরতা এবং কর্মজীবনের ভারসাম্য সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লক্ষ্যযুক্ত উদ্যোগ, পলিসি অ্যাডভোকেসি এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের সুযোগগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে।

২ পাতার পর

পাহাড় থেকে সমতলে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, মালদা জেলায় শান্তি পূর্ন ভোট সচেতনে স্বপন দত্ত বাউল

উওর বঙ্গের রক্তপাত , মারামারি করে শান্তি ভঙ্গ হয়েছে তাই আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম দার্জিলিং, শিলিগুড়ি আর মালদায় ভোট সচেতন করতে । শান্তি পূর্ন ভোট করতে হলে আমার মনে হয় নির্বাচন কমিশনকে আরও কঠোর হতে হবে পুলিশ প্রশাসনকে সঠিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর সকল রাজ নৈতিক দল গুলিকে অযথা মারামারি , খুনোখুনি, বোমা বাজি , প্রাণ হানি , ঝুট ঝামেলা পাকানো বন্ধ করতে হবে । সাধারণ মানুষকে গণতন্ত্র রক্ষায় সুষ্ঠ ভাবে নিজের ভোট নিজে কে দিতে যেন পারে তার চেষ্টা করতে হবে নির্ভয় ভোট ,ও সন্ত্রাস মুক্ত ভোট করাতে হবে । সুতরাং নির্বাচন কমিশন, পুলিশ প্রশাসন, সকল রাজনৈতিক দল ও জনগণ কে একজোট হয়ে শান্তি পূর্ন ভোট করাতে হবে। স্বপন বাউল আরো বলেন বিগত অনেক ভোটেই খবরে দেখছি ছাপ্পা ভোট দিতে , ব্যালট বাক্স জলে ফেলে দিতে বা বোমাবাজি , প্রাণহানির মত খবর দেখে আমার মনে বড় কষ্ট হয় চোখে জল পড়ে। আর একটিও যেন মায়ের কোল শূন্য করা না হয় । দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, মালদা জেলার মানুষ শান্তি পূর্ন ভোট দিন নিজের ভোট নিজে দিন নির্ভয়ে ভোট দিন। কেউ শান্তি ভঙ্গ করবেন না । দার্জিলিং শিলিগুড়ি মালদা এই তিন জেলার জমজমাট এলাকায় শহরের গুরত্বপুর্ন এলাকায় ব্যাস্ত বাজারের ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে রাজ্য ও কেন্দ্র নির্বাচন কমিশনের সম্মানিত শিল্পী নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে স্বপন বাউলের মুখে শান্তির বার্তা শুনতে রাস্তায় ভিড় জমে যায় । দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, মালদা এই তিন জেলার জনগণ পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে গিয়ে এমন শান্তির বার্তা মহতী উদ্যোগ দেখে স্বপন বাউলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন প্রশাসনিক স্তর থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে বাউল গানে এমন শান্তির দূত হয়ে সারা রাজ্যের জেলায় জেলায় শান্তির বার্তা দিতে এর আগে কাউকে দেখা যায়নি । রাজ্যবাসি কাছে এ এক অভিনব নজীর বিহীন ঘটনা।

টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনতে কীভাবে

সকাল থেকেই চন্দনের বাড়ির সামনে লাইন পড়ে যেত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রির অভিযোগে গতবছর ফেব্রুয়ারী মাসে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হন বাগদার 'সৎ রঞ্জন' ওরফে চন্দন মণ্ডল। এই 'রঞ্জন' নামের সন্ধান দিয়েছিলেন প্রাক্তন সিবিআই কর্তা তথা তৃণমূল কংগ্রেস মন্ত্রী উপেন বিশ্বাস।মামাভাগিনা গ্রামে চাকরিহারা এক যুবকের আত্মীয় বলেন, "কয়েক বছর আগে চাকরি বিক্রির সময় চন্দন মণ্ডলকে টাকা দিয়ে ছেলের চাকরি হয়েছিল।" যদিও প্রথম থেকেই চন্দন দাবি চন্দন গ্রেফতারির পরই মুখ খোলেন তার গ্রামের বেশ কিছু লোকজন। টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনতে কীভাবে সকাল থেকেই চন্দনের বাড়ির সামনে লাইন পড়ে যেত, তাও জানিয়েছিলেন অনেকেই। যদিও প্রথম থেকেই চন্দন দাবি করে এসেছেন, তিনি কারোর কাছ থেকে টাকা নেননি। চাকরি দিতেও পারেননি। রঞ্জন' ধরা পড়ার পর থেকেই চাকরি হারানোর ভয়ে আতঙ্কে কাঁটা হয়ে গিয়েছিল উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার মামাভাগ্নে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১১৩ সংখ্যা ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ শুক্রবার ১৩ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গায় কী করে বাড়ছে জেহাদি কার্যকলাপ?

সিডনির গির্জায় বিশপকে কোপানোর অভিযোগে ৫ নাবালকের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করল পুলিশ। সন্ত্রাস ছড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের সকলের বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। তাদের জামিনের আবেদন আদালতে খারিজ হয়েছে বলেই খবর। তবে আক্রান্ত বিশপ জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের সকলকেই ক্ষমা করেছেন তিনি।তবে হামলাকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছেন বিশপ মার মারি। একটি ইউটিউব বার্তায় তিনি বলেন, "আমার উপর যে হামলা করেছে তাকে ক্ষমা করলাম। ওকে এটাই বলতে চাই, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমাকে ভালোবাসি, সবসময় তোমার জন্য প্রার্থনা করব।" হামলার নেপথ্যে যারা রয়েছে, তাদেরও ক্ষমা করেছেন বলে জানান বিশপ। তবে এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, ইউরোপ-অস্ট্রেলিয়ার মতো জায়গায় কী করে বাড়ছে জেহাদি কার্যকলাপ? ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পৌঁছে যাচ্ছে জেহাদি ভিডিও। সেই দেখে প্রভাবিত হচ্ছে যুবসমাজ। সেখান থেকেই হামলা চালাতে নেমে পড়ছে নাবালকরা।কিন্তু এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি জেহাদি হামলা চালাতে সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠছে যুব প্রজন্ম? গত ১৫ এপ্রিল ভয়াবহ হামলা হয় সিডনির একটি গির্জায়। ঘটনার দিন বিকেলে গুড শেফার্ড গির্জায় প্রার্থনা চলছিল। আচমকাই তখন ছুরি হাতে ঢুকে পড়ে এক কিশোর। সামনে যাকে পায় এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে। ঘটনায় গুরুতর আহত হন বিশপ মার মারি ইমানুয়েল। হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। ছুরির আঘাতে জখম হন আরও কয়েকজন। কিন্তু হামলা চালিয়ে পালাতে পারেনি সেই কিশোর। ঘটনাস্থল থেকেই তাকে ধরে ফেলে পুলিশ।তবে হামলার নেপথ্যে অন্যদের ভূমিকা থাকতে পারে বলেই অনুমান ছিল পুলিশের। সেই জন্য গোটা সিডনিজুড়ে শুরু হয় চিরুনিতল্লাশি। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশের সঙ্গে সন্ত্রাসদমন বিভাগ ও গোয়েন্দা বিভাগ যৌথভাবে এই তল্লাশি করে। যৌথ বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হয় ৭ নাবালক। তাদের জামিনের আবেদনও গ্রাহ্য হয়নি। পরে তার মধ্যে ৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে পুলিশ। সন্ত্রাস ছড়ানো থেকে শুরু করে হিংসা ছড়ানো, একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে ৫ নাবালকের বিরুদ্ধে।

এক লক্ষ চাকরির আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবারই বাতিল হয়েছে ২০১৬ সালের গোটা এসএসসির প্যানেল। মোট ২৫৭৫৩ শিক্ষকের নিয়োগ বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসকের ডিভিশন বেঞ্চ। যা নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় রাজ্য। এই আবহেই এবার আরও এক লক্ষ চাকরির আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ।এখানেই থেমে যাননি মমতা। তিনি আরও বলেন, 'কোর্ট আটকে দিচ্ছে। বিজেপির একটা মহামিলন কেন্দ্র। অন্য কেউ যদি বিচার চান, বিচার পাবেন না। যারা এত মানুষের চাকরি খাচ্ছে, তারাই আসামীদের জামিন দিয়ে দিচ্ছে। আমি বিচারপতিদের নিয়ে কিছু বলব না। আমি রায় নিয়ে বলছি। তুমি স্ক্রুটিনি করতে দিতে পারতে। কিন্তু একবারে ২৬ হাজার চাকরি খেয়ে নিলে! এটা কি মজার মুলুক?"স্কুল শিক্ষক নয়, বুধবার বীরভূমের আউশগ্রাম থেকে দেউচা পাচামির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, " ১ লক্ষ ছেলেমেয়ের চাকরি হবে দেউচা পাঁচামি থেকে।"

দেউচা পাঁচামির প্রসঙ্গ তুলে মমতা বলেন, "দিন দিন বিদ্যুতের যে পরিমাণ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আমি নিজে এত এসি ব্যবহার করি না। বিদ্যুৎ অপচয় করবেন না। বাংলা সারা দেশকে বিদ্যুৎ বিক্রি করবে। দেউচা পাঁচামি থেকে এক লক্ষ চাকরি হবে।" চাকরি বলতেই মমতার মুখে উঠে আসে এসএসসি মামলায় হাইকোর্টের রায়ের প্রসঙ্গ।এদিন ঝাঁঝালো আক্রমণ করে মমতা বলেন, "চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই, চাকরি কেড়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। কোন দফতর কীভাবে চাকরি দেয়, সেটা সেই দফতরের ব্যাপার। তাতে আমি মাথা ঘামাই না। কিন্তু আমার খারাপ লেগেছে। বিজেপির নেতাদের বলব, যারা এই সব কেস করে যারা কালির কলমে এই সব কাজ করছ, তাদের যদি বলা হয় টাকা ফেরত দিতে তারা কি পারবেন দিতে? এত শিক্ষকের চাকরি গেছে, বাংলায় কি সব স্কুল বন্ধ হয়ে যাবে? বাংলায় কি শিক্ষকরা চাকরি করবে না?' প্রশ্ন মমতার।

চাকরি যাওয়ার ইস্যুকে হাতিয়ার করে মমতার ডাক, "২৬ হাজার চাকরি খাওয়ার প্রতিবাদে সরকারি কর্মচারীদের বলব, বিজেপিকে একটা ভোট দেবেন না! কে জানে, আবার চাকরি খাবে কবে?।' গোটা ঘটনায় গেরুয়া শিবিরকে কাঠগড়ায় তুলে মমতা বলেন, 'এরা কোর্ট কিনে নিয়েছে, এরা হাইকোর্ট কিনে নিয়েছে, এরা সিবিআই, এনআইএ কিনে নিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কথা বলছি না। সুপ্রিম কোর্টের থেকে এখনও আমি বিচারের আশা করি।"

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য তার মনসামঙ্গল নামক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন- 'এখন দেখিতে হয় পশ্চিম-ভারতের 'মনসা' নামটি কখন হইতে জাঙ্গুলী দেবীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি জাঙ্গুলির সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের সম্পর্ক ছিল, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী ছিলেন। পাল রাজত্বের অবসানে সেন রাজত্বের যখন প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ ও তাহার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনরাভ্যুত্থান হইয়াছিল, **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সৎ চেতনার স্বামী পরমানন্দ গিরি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

দেবী প্রতিমা টি কে গঙ্গা নদীর বক্ষ থেকে তুলে আনেন। বাড়ির মন্দিরে নিয়ে এসে পলি মাটি ধুয়ে পরিষ্কার করার পর যা দেখেন তা সংক্ষেপে এই রূপ :- " এই দেবী অঞ্জন পর্বতের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ শুস্ক শরীরবিশিষ্টা। রক্তিমাভ চক্ষু বিশিষ্টা। এনার কেশ আলুলায়িত।এই দেবীর ডান হাতে সদ্য ছিন্ন নরমুণ্ড ও বাম হাতে আসবপূর্ণ নরমুণ্ড নির্মিত পানপাত্র।দেবী সর্বদা ক্ষুৎ পিপাসান্বিত ও শবরূপী সদাশিবের উপর দন্ডায়মানা। কপালে অর্ধচন্দ্র শোভিতা।" দেবীর প্রতিমা টি সম্পুর্ণ কষ্টিপাথরের দ্বারা নির্মিত। দেবীর প্রতিমা টি এতোটা সুন্দর ভাবে সৃষ্টি যে দেবীর হাতের আঙুলের নখ গুলো অনুভব করা যায়। কৃপাময়ী জগৎ জননী মাতা ঠাকুরানি এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন "ছোট মা" রুপে। শ্মশান কালী নিজ ইচ্ছায় ও আদেশ অনুসারে গৃহী দেবী রুপে স্থাপিত হলেন ২০০২ সালে চৈত্র মাসের অমাবস্যাতেই। এই সালে দোল পূর্ণিমা আগের দিন গঙ্গা গর্ভ থেকে তুলে নিয়ে আসেন ছোটমাকে । তাই শাস্ত্র মতে মা কালির রূপ শতসহস্র। তাই কমলাকান্ত ভট্টাচার্য তার শ্যামাসংগীতে বলেছেন

" শ্যামা কখনো শ্বেত, কখনো পীত, কখনো নীললোহিত হে। " তবে গানের কথা থেকে একটু অন্যদিকে ফিরে যেতে হয় , সাধক এবং সেবক এই অভিষেক শ্রীরামপুরের তারাতীর্থ আশ্রমের স্বামীজি প্রজ্ঞানন্দ গিরির কাজ দিয়ে দীক্ষা নিয়ে দেশ-বিদেশে অন্যান্য সাধুদের মতন সাধু বৈভ্যাব্য চিত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন। তবে সে সংসার ত্যাগ করে পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে অসমের কামাখ্যা মন্দিরে মায়ের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন। ভাগ্যের কি পরিহাস গুরুদেবের কাছে নির্দেশ তার বাড়িতে স্বয়ংসিদ্ধেশ্বরী মা বিরাজমান এখানে তাকে পূজা দেওয়ার কেউ নেই ,তাকে পূজা দিতে হবেই ।সেই থেকে গুরু নির্দেশ পালন করতে ছুটে আছে তার পৈতৃক ভিটে বাড়িতে সেই অভিষেক, স্বামী পরমানন্দ গিরি রূপে। পরমানন্দ গিরির আমন্ত্রণে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করার সুযোগ পেয়েছিলাম । শ্রীরামপুরে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে। তবে সেই সময় যাওয়া হয়েছিল আমার মৃত্যুটাকে হাতে তুলে নিয়ে, সে এক ইতিহাস। আর সেই বর্ণনা আমার লেখা ঈশ্বরীকথা বইতে তুলে ধরেছিলাম তাই এখানে সে কথাটি আর বলতে চাইলাম না। সেই সময়ে

সাথে সাথে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি যে স্বামীশ্রীর ব্যক্তিত্ব সত্যিই কতটা গভীর এবং ঐশ্বরিক ছিল এমনকি অনেক আগেও। দেখানোর কোনো প্রচেষ্টা ছিল না, গ্ল্যামারাইজ করার কোনো প্রচেষ্টা ছিল না, সেরকম কিছুই ছিল না। সহজ, সরল, খোলামেলা এবং নির্দোষ। সেই মুহূর্তে, আমি একটি গভীর, অভ্যন্তরীণ প্রত্যয় অনুভব করলাম, "হ্যাঁ! এটাকেই আমি সাধু বলি!"

সেই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের উপর চিন্তা ও চিন্তা করার পর আমি সেই ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতার নিছক প্রভাব উপলব্ধি করি। স্বামীশ্রী কোনোভাবে, প্রায় জাদুকরীভাবে, আমার মধ্যে গভীর কিছু রূপান্তরিত করেছিলেন।

ফলে স্বামীশ্রীকে আমি কখনোই একজন সাধারণ মানুষ বলে ভুল করিনি; আমি কখনোই মনুষ্যভাব অনুভব করিনি। তার প্রতি আমার ভালবাসা এবং ভক্তি ক্রমাগত শক্তিশালী হয়েছে।

আমি যখনই স্বামীশ্রীর দিকে তাকাই, আমি সর্বদা স্মরণ করি যে কীভাবে তিনি অন্যদের সেবা করার জন্য নিজের শরীরকে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ করেছেন। তার আত্মত্যাগ অতুলনীয়। আমি সবসময় মনে করি যে আমরা তার জন্য বিনিময়ে একেবারে কিছুই করিনি। একেবারে কিছুই না! আমি তাঁর সাথে ভারতে এবং বিদেশে ভক্তদের বাড়িতে গিয়েছি। সবাই স্বামীশ্রীর সাথে দেখা করতে চায়। প্রত্যেকেই তাদের সমস্যা, অভিযোগ এবং অসুবিধার বোঝা তার উপর ফেলে দেয়। সব দায়িত্ব তার কাঁধে চাপা পড়ে। এর মানে তাকে শারীরিক এবং মানসিক উভয় কষ্ট সহ্য করতে বাধ্য করা হয়। অনেক বিচিত্র মানুষ, চিন্তাহীন মানুষ-ওরা সবাই স্বামীশ্রীর কাছে আসে। অনেকে তাদের অধিকার দাবি করতে আসে; কিন্তু কেউ তাদের দায়িত্ব পালন করে না। আমরা যদি এই কষ্টগুলোকে লেবেল দিই, তাহলে আমরা তাদের 'একটি উপদ্রব' বলব। তার নিজের সাধুর পাশাপাশি তার গৃহস্থ ভক্তদের পরিচালনার দায়িত্ব। সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব। সবাইকে খুশি ও সন্তুষ্ট রাখার দায়িত্ব। দিন-রাত্রি, ভাল বা অসুস্থ, শীত বা গ্রীষ্ম - পরিস্থিতি যাই হোক না কেন - তিনি তার ব্যস্ত কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য হন। ছুটি নেই! কোন ছুটি নেই! শুধু বোঝা সম্পর্কে চিন্তা আমাদের মেরুদণ্ড নিচে একটি ঠান্ডা পাঠায়. তার পরিচালনা করার ক্ষমতা বিস্মিত করা বন্ধ করেনি।

যদিও সে নিঃসন্দেহে কঠোর পরিশ্রম করেছে, তবুও মনে মনে সে অনুভব করতে থাকে যে সে কিছুই করেনি। একবার সারাংপুরে একটি কুইজ প্রোগ্রাম চলাকালীন, সাধু স্বামীশ্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কী হতে চান?"

স্বামীশ্রী এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে উত্তর দিলেন, "সেবক!"

তিনি সর্বদা সেবক (সেবক) থেকেছেন। সে কখনো তার অধিকার দাবি করেনি; পরিবর্তে, তিনি সর্বদা তার কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালন করেছেন। সে তার কর্তব্যকে তার একমাত্র অধিকার বলে বিশ্বাস করে এবং তার দায়িত্ব পালন করে আনন্দ লাভ করে। এই কারণে, তিনি কখনও একঘেয়েমি, অলসতা, ক্লান্তি অনুভব করেননি। এই কারণে তিনি সবসময় হালকা এবং উত্তেজনাহীন থেকেছেন।

আমি যা বর্ণনা করেছি তা অতিরঞ্জিত নয়; বা এটা অতি সাধারণীকরণ নয়। আমি যা লিখেছি তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে রোপণ করা তথ্য। হাজার হাজার ভক্ত এই একই অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে পারে। আমার মনে, তিনি এতটাই পরিশ্রম করেছেন যে ভবিষ্যতে, তিনি যে অসুবিধাগুলি সহ্য করেছেন তা বর্ণনা করার ঘটনাগুলিকে গল্প বা কল্পকাহিনী হিসাবে ভাবা হবে।

তাহলে প্রশ্ন হল, "কোন চালিকা শক্তি যা স্বামীশ্রীকে এইভাবে বাঁচতে দেয়?" উত্তরগুলি স্বামীশ্রীর দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের মধ্যে থাকতে পারে:।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

দাবদাহের মধ্যে রিলস বানাতে গিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দাবদাহের মধ্যে রিলস বানাতে গিয়ে মৃত্যু হল এক কিশোরীর। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরের রাধাগোবিন্দ পল্লিতে। মৃতার নাম আলপনা মন্ডল। জানা গিয়েছে, রোদের মধ্যে রিলস বানানোর সময় আচমকা মাথা ঘুরে পড়ে যায় ওই কিশোরী।দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এলাকারবাসীরা জানিয়েছেন, আলপনার বাবা ও মা রোজের মতো কাজে চলে যান। বাড়িতে একাই ছিল সে। বুধবার দুপুর ৩টে নাগাদ আলপনা তার এক বান্ধবীকে নিয়ে তার সাথে রিলস বানাতে যায় এই রোদের মধ্যে। রিলস বানাতে গিয়ে তারপরই এই দুর্ঘটনা ঘটে।স্থানীয় একজন ওই কিশোরীকে সাথে সাথেই সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।সেখানে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ওই কিশোরীকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছয় সোনারপুর থানার পুলিস। এই ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিস।

৩ পাতার পর

নরেন্দ্র মোদি ও রাহুল গান্ধি, দু'জনের বিরুদ্ধেই নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ

নালিশও জমা পড়েছিল। সেই অভিযোগ বিবেচনা করেই এবার পদক্ষেপ করল কমিশন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে চিঠি পাঠিয়ে জবাব তলব করা হয়েছে।বিজেপি ও কংগ্রেসকে চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশন নরেন্দ্র মোদি ও রাহুল গান্ধিকে মনে করিয়ে দিতে বলেছে ভোটপ্রচারে তাঁদের দায়িত্বের কথা। ধর্ম নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য, বিভাজনমূলক মন্তব্যের অভিযোগ রয়েছে মোদি ও রাহুলের বিরুদ্ধে। মন্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়ে ২৯ এপ্রিল সকাল ১১টার মধ্যে দু'পক্ষকেই জবাব দিতে বলা হয়েছে চিঠিতে।

৩ পাতার পর

টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনতে কীভাবে সকাল থেকেই চন্দনের বাড়ির সামনে লাইন পড়ে যেত

গ্রাম। সেই সময় তেমন কিছু না হলেও এবারে আর আটকানো গেল না।

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সোমবারই হাই কোর্টের নির্দেশে চাকরি গিয়েছে, ২৫৭৫৩ জনের। এদের মধ্যেই আছেন উত্তর ২৪ পরগনায় চন্দনের গ্রামের আশপাশের এলাকার অনেকে। হাই কোর্টের রায়ের পরই দিনেও আধার নেমে এসেছে বাগদার মামাভাগিনা গ্রামে। চাকরি যাওয়ার খবর মিলতেই দিশেহারা সকলে।জানা গিয়েছে কেবল রঞ্জনের গ্রামেই নয়, আশপাশের চড়ুইগাছি কুরুলিয়া, রামনগর-সহ গোটা বাগদা ব্লকের প্রচুর ছেলেমেয়ের চাকরিহারা হয়েছে আদালতের এক রায়ে। এই প্রসঙ্গে চন্দনের প্রতিবেশী, স্থানীয় একটি সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান বলেন, "যাদের চাকরি গিয়েছে, তাদের বেশ কয়েক জন অবৈধ ভাবে চন্দনকে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন বলেই মনে হচ্ছে।" যদিও সবাই এর মধ্যে পড়ে না। কিছু কিছু ছেলে-মেয়ে নিজের যোগ্যতাতেই চাকরি পেয়েছিল।

সিনেমার খবর

cinema TV

বিয়ের পর ক্যাটরিনাকে নিয়ে প্রেমের ধারণা বদলেছে ভিকির?

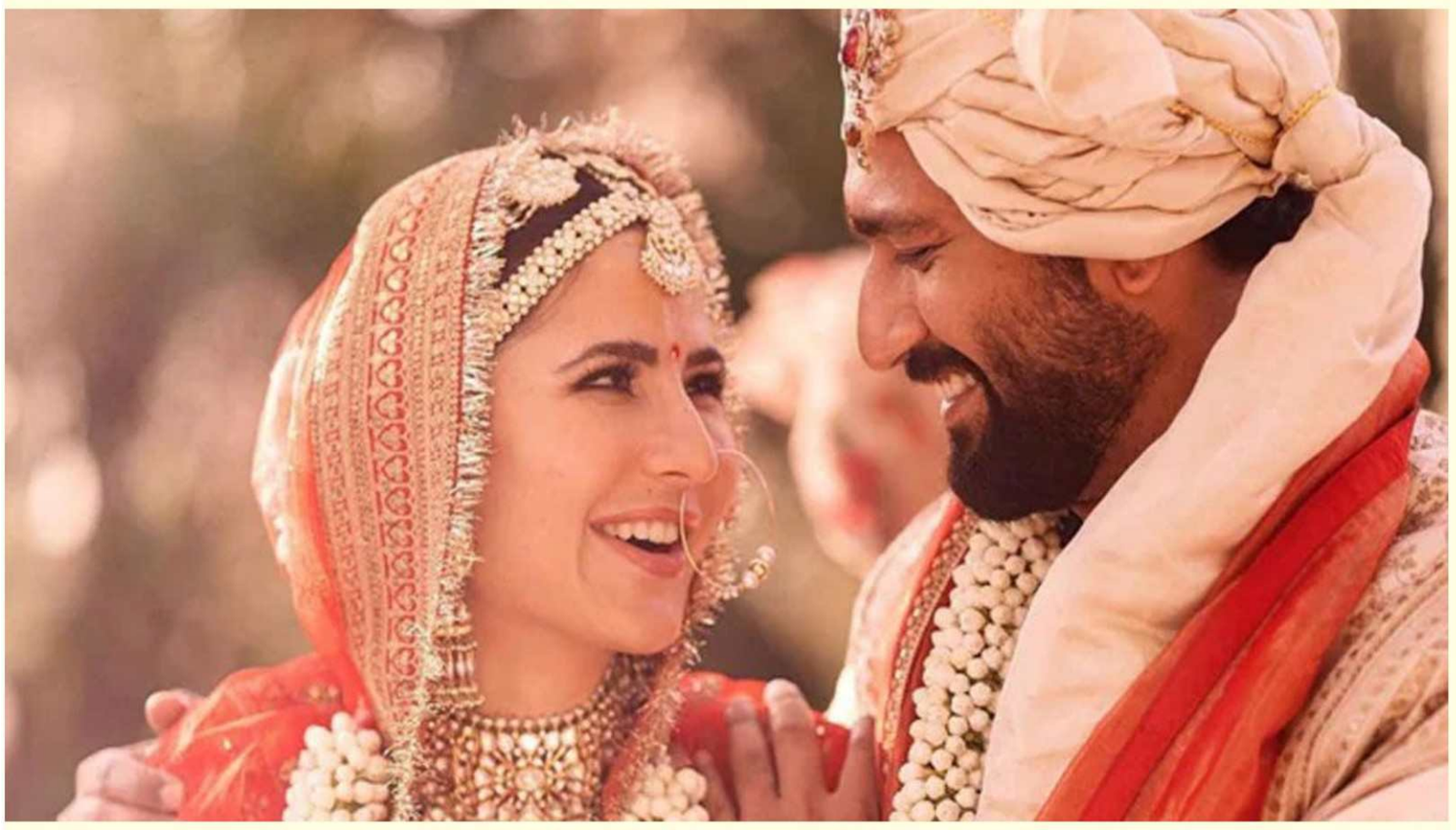

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দেখতে দেখতে বিয়ের দু'বছর পার করে ফেলেছেন ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। বেশ কয়েক বছর ধরে আড়ালে-আবডালে প্রেম করার পর ২০২১ সালে অবশেষে গাঁটছড়া বাঁধেন ভিকি কৌশল-ক্যাটরিনা কাইফ। মধ্যবিত্ত পাঞ্জাবি পরিবারের ছেলে ভিকি। অন্যদিকে, ক্যাটরিনা বিদেশিনী। তবে তাদের দু'জনের মধ্যে বোঝাপড়া দারুণ। কিন্তু সম্পর্কে জড়ানোর পরে একটা সময় ভিকিকে বড্ড 'খিটখিটে' ও 'বদমেজাজি' বলেই মনে হত ক্যাটরিনার। পাশপাশি, বিয়ের পর ক্যাটরিনার যে মাঝেমধ্যে মাথাগরম হয়ে যায়, সেই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন ভিকি। তবে বিয়ের পর কি তাদের প্রেমে কোনো বদল এসেছে? সম্প্রতি 'কপিল শর্মা শো'-তে এসে সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন অভিনেতা।

বলিউড পরিচালক ও প্রযোজক কর্ণ জোহরের 'কফি উইথ কর্ণ' টক শোয়ে এসে প্রথম ভিকির কথা উল্লেখ করেন ক্যাটরিনা। সে কথা কর্ণ পরের একটি পর্বে ভিকিকে জানাতেই, মজার ছলে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভান করেন 'উরি: দ্য সার্জিকাল স্ট্রাইক' খ্যাত অভিনেতা। তার পরেই নাকি একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন ভিকি ও ক্যাটরিনা। বন্ধুত্ব গড়ায় প্রেমে। তার পর বিয়ে। তবে বিয়ের পর একে অপরকে আরো ভালভাবে বুঝছেন তারা। কিন্তু প্রেমের সংজ্ঞা এখনো এক তাদের কাছে। ভিকি বলেন, 'বিয়ের আগে আমরা একসঙ্গে সময় কাটানোকেই প্রাধান্য দিয়েছি, বিয়ের পরও তার বদল ঘটেনি।'

ডিপফেকের শিকার হলেন রণবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আমির খানের পরে ডিপফেক ভিডিওর শিকার হয়েছেন রণবীর সিং। সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে- ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করছেন রণবীর। ভিডিওতে রণবীরকে বলতে শোনা গেছে- দেশের জনগণের যাবতীয় সমস্যা, বেকারত্ব উদযাপন করাই কেন্দ্রীয় সরকারের মূল উদ্দেশ্য। তবে পরে জানা যায়, ভিডিওটি ভুয়া। রণবীর বারাণসীতে বিশ্বনাথ দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন আসল ভিডিওতে। রণবীরের কণ্ঠস্বর সরিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সংক্রান্ত কথা বসিয়ে দেয়া হয়। শুক্রবার অভিনেতা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ভাইরাল ভিডিও সম্পর্কে লিখেছেন, ডিপফেক থেকে নিজেদের বাঁচান। এরআগে আমির খানের একটি ডিপফেক ভিডিও ভাইরাল হয়। যেখানে অভিনেতাকে বলতে শোনা গেছে, ভারত কোনো গরিব দেশ নয়। ভারতের প্রতিটি নাগরিক লাখপতি। প্রত্যেকের কাছে কম পক্ষে ১৫ লাখ টাকা থাকবেই। বিষয়টি নজরে আসার পরই আমিরের টিম পুলিশের সাইবার অপরাধ দমন শাখায় অভিযোগ জানায়।

হাতের দুটো হাড় ভেঙে গেছে অভিনেত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় হিন্দি টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠির হাতের দুটো হাড় ভেঙে গেছে। দুর্ঘটনার পর তাকে মুম্বাইয়ের কোকিলাবেন হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়। এখন অনেকটা ভালো আছেন ৩৯ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী। শারীরিক অবস্থা জানিয়ে একটি ভিডিও দিয়েছেন দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি। যা আজ শেয়ার করেন তার বর অভিনেতা বিবেক দাহিয়া। এতে দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি বলেন, 'আমার অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়েছে এবং আমাকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্রও দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে। আমার শারীরিক উন্নতি দেখে চিকিৎসকরাও দারুণ আনন্দিত।'

'আমি আপনাদের অনেক মেসেজ পেয়েছি। কিন্তু জবাব দিতে পারিনি। ওই সময়ে আমার প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছিল। আমি ট্রমাটিক সময় পার করেছি। যাহোক, আপনাদের মেসেজের উত্তর দিতে না পারার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। যারা আমার জন্য শুভকামনা জানিয়েছেন এবং প্রাইভেসি রক্ষা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।' বলেন দিব্যাঙ্কা ত্রিপাঠি।

এর আগে বিবেক দাহিয়া জানান, ১৮ এপ্রিল বিকালে উঁচু স্থান থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পায় দিব্যাঙ্কা। এতে তার বাঁ হাতের দুটো হাড় ভেঙে গেছে। তবে কোথা থেকে কীভাবে পড়েছিলেন, সে বিষয়ে কিছু জানাননি এই অভিনেতা।

ছেলেকে কোলে নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে অভিনেত্রী রূপাঞ্জনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টালিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রূপাঞ্জনা মিত্র আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। এটি তার দ্বিতীয় বিয়ে। শুক্রবার (১৯ এপ্রিল) সন্ধ্যায় রাতুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন এ অভিনেত্রী।

ঘরোয়াভাবেই তাদের বিয়ের সব আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হচ্ছে। প্রায় ৬ বছরের সম্পর্ক তাদের। এবার স্বামী-স্ত্রী হলেন তারা। এরই মধ্যে তাদের বিয়ের ছবি প্রকাশ্যে এসেছে।

এতে দেখা গেছে- একেবারে সিঁদুরে রাঙা বেনারসিতে সেজেছেন অভিনেত্রী। মাথায় শোলার মুকুট। গলায় গোলাপের মালা। হাতে শাঁখা-পলা। হালকা সোনার গয়না। কপালে চন্দনের নকশা। একেবারে সাবেক সাজে দেখা গেছে তাকে।

২০১৭ সালে সাবেক স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয় রূপাঞ্জনার। একটি পুত্রসন্তানও রয়েছে তার। একাহাতেই ছেলেকে মানুষ করছিলেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে রাতুল টালিগঞ্জের চেনামুখ। বেশ কিছু সিরিয়ালেও অভিনয় করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে গড়ায় প্রেমের সম্পর্কে। যখন রাতুলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান, সেই সময় রূপাঞ্জনার ছেলের বয়স ছিল ৪ বছর। এখন সে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে।

বার্সেলোনাকে হারিয়ে
শিরোপার আরও কাছে রিয়াল মাদ্রিদ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : লা লিগার চলতি মৌসুমের দ্বিতীয় এল ক্লাসিকোয় বার্সেলোনাকে কাঁদিয়ে শিরোপার আরো কাছে রিয়াল মাদ্রিদ।

২২ এপ্রিল রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর এল ক্লাসিকোয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদে ৩-২ গোলে হারায় ভিনিসিয়ুস-বেলিংহামরা। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মধ্যে শুধু লা লিগাতেই গোল লাইন নেই প্রযুক্তি। গত বছর মে মাসে লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস জানিয়েছেন, গোল লাইন প্রযুক্তি 'বেশ ব্যয়বহুল।'

এদিকে গত অক্টোবরে তেবাসের বাৎসরিক বেতন বাড়িয়ে ৫৪ লাখ ইউরো করার প্রস্তাবে স্পেনের প্রায় ৪০টি ক্লাবের ভোট দেওয়ার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। সে যা হোক, সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর এল ক্লাসিকোতে ৩-২ গোলে হারের পর গোল লাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে আক্ষেপ করতে পারেন বার্সার সমর্থকেরা। বলতে পারেন, যে প্রযুক্তি ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় বিভাগ লিগে আছে, সেটা ব্যবহার করতে না পারলে আর শীর্ষ পাঁচ লিগের কাতারে থাকা কেন!

ম্যাচে দুই চির প্রতিদ্বন্দ্বী তখন ১-১ গোলের সমতায়। ২৮ মিনিটে বার্সার কর্নার থেকে লামিনে ইয়ামালের টোকা কোনোমতে ঠেকান রিয়াল মাদ্রিদ গোলকিপার আন্দ্রি লুনিন। ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দেখেও ঠিক নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলটি পুরোপুরি গোললাইন পেরোনোর আগেই লুনিন ঠেকিয়েছেন কি না! ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) প্রযুক্তির রায় মেনে গোল দেননি মাঠের রেফারি। ধারাভাষ্যকারেরাও সে সময় গোললাইন প্রযুক্তির অনুপস্থিতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপারটি ইতমধ্যেই ঝড় তুলেছে। গোলটি পেলে যে বার্সাকে হারতে হয় না, রিয়ালও লিগ শিরোপার হাত ছোঁয়া দূরত্বে যায় না!

৩২ ম্যাচে ৮১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৭০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় বার্সা। ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় জিরোনা। হাতে ৬ ম্যাচ রেখে বার্সার সঙ্গে ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে রিয়াল।

এই ৬ ম্যাচ থেকে সর্বোচ্চ ১৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারবে বার্সা। এখনই ১১ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় নিজেদের বাকি ৬ ম্যাচ থেকে আর ৮ পয়েন্ট তুলে নিতে পারলেই ৩৬তম লিগ জয় নিশ্চিত হবে রিয়ালের। অন্যদিকে বার্সা ট্রফি ছাড়াই মৌসুম শেষের অপেক্ষায়।

বার্সা কিন্তু জেতার সুযোগ পেয়েছিল। ম্যাচের ৬ ও ৬৯ মিনিটে দুবার এগিয়ে গিয়েছিল কাতালান ক্লাবটি।

৬ মিনিটে রাফিনিয়ার কর্নার থেকে গোল করেন আন্দ্রেয়াস ক্রিশ্চিনসেন। ১২ মিনিট পর বার্সার বক্সে লুকাস ভাসকেজকে সমন্বিত প্রচেষ্টায় ফাউল করেন পাও কুবারাসি ও হোয়াও কানসেলো। পেনাল্টি পায় রিয়াল। স্পটকিক থেকে ঠান্ডা মাথায় গোল করেন ভিনিসিয়ুস। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ে ডান পায়ে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন বার্সার মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়াং।

প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ক্রিশ্চিনসেনের বদলি হয়ে নামা ফারমিন লোপেজ বার্সাকে গোল এনে দেন ৬৯ মিনিটে। লুনিন বল ধরতে ব্যর্থ হওয়ার সুযোগ নিয়ে ফিরতি শটে গোল করে বার্সাকে আবারও এগিয়ে দেন লোপেজ। এর মিনিট পাঁচেক আগে রবার্ট লেভানডফস্কিকে তুলে ফেরান তোরেসকে মাঠে নামায় বার্সা। অফসাইডের প্যাঁচে পরে তোরেসও পরে গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

তবে পিছিয়ে পড়ার চার মিনিট পরই সমতায় ফেরে রিয়াল। ৭৩ মিনিটে ভলিতে গোল করেন ম্যাচে দুর্দান্ত খেলা ভাসকেজ। গোটা ম্যাচে সেভাবে নিজের উপস্থিতি জানান দিতে না পারা জুড বেলিংহাম এরপর রিয়ালের জয় এনে দেন। প্রয়োজনের সময় গোল করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

গত বছর অক্টোবরে লিগে প্রথম ক্লাসিকোয় ৯২ মিনিটে বেলিংহামের গোলে জিতেছিল রিয়াল। সেটাও ছিল ঘুরে দাঁড়িয়ে তুলে নেওয়া জয়। আজ ফিরতি ক্লাসিকোতেও বেলিংহাম রিয়ালকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন যোগ করা সময়ে, ১ মিনিটে। ডান প্রান্ত দিয়ে ভাসকেজের মাপা ক্রস খুঁজে নিয়েছিল বেলিংহামের পা। ৯২ মিনিটে ইংল্যান্ড তারকার এই গোলে ম্যাচ থেকে পয়েন্ট তুলে নেওয়ার সাধ চূর্ণ হয় বার্সার।

লিগে এ নিয়ে ১৭ গোল হয়ে গেল বেলিংহামের। এবার লিগে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতাও বেলিংহাম। জিরোনার আরতেম দোভাকের সঙ্গে পিছিয়ে ১ গোল ব্যবধানে।

পাঁচ দিনের ব্যবধানে ম্যানচেস্টার সিটি ও বার্সাকে হারানোর স্বাদ পেল রিয়াল। গত বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়নস লিগ কোয়ার্টার ফাইনাল ফিরতি লিগে টাইব্রেকারে সিটিকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে কার্লো আনচেলত্তির দল। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় পরের ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ক্লাসিকো খেলতে নেমে এটাই প্রথম জয় রিয়ালের।

অন্যদিকে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ার পর ক্লাসিকো খেলতে নেমে এটাই প্রথম হার বার্সার। সেটাই ম্যাচে দুবার এগিয়ে যাওয়ার পর! ক্লাসিকোয় বার্সা এমন কিছুর দেখা পেল ১০৮ বছর পর। ক্লাসিকোয় বার্সা এর আগে সর্বশেষ দুবার এগিয়ে গিয়েও হেরেছে ১৯১৬ সালে এই এপ্রিলেই!

লা লিগায় ২৬ ম্যাচে অপরাজিত রিয়াল। এই মৌসুমে বার্সার বিপক্ষে টানা তৃতীয় জয় পেল আনচেলত্তির দল।

এবার আইপিএলে কি চলছে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রতিবারের মতো বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে শুরু হয়েছিল ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) ১৭তম আসর। যেখানে শুরু থেকেই প্রায় প্রতিটি দলই জয়ের লক্ষ্যে লড়াই করে চলেছে প্রতিনিয়ত। অন্যান্য বারের মতো এবারও আইপিএলের প্রতিটি দল সাজানো হয়েছে বিশ্বের সব নামিদামী তারকা খেলোয়াড়দের নিয়ে। যার মধ্যে রয়েছে ভারত সহ বিশ্বের অন্যান্য বিভিন্ন দেশের সব হার্ট হিটার ব্যাটার ও ট্রিকি বোলার। তবে এবারের আইপিএলে বোলারদের চেয়ে ব্যাটারদের নৈপূন্যতা যেন একটু বেশিই চোখে পড়ার মত। কারণ ভারতের ঘরোয়া এই ফ্রাঞ্চাইজি লিগের এবারের আসরে প্রতিটি দলই যেন রানের বন্যায় ভাসছে।

টি-টোয়েন্টি সাধারণত চার ছক্কার খেলা হয়ে থাকলেও এতে বোলারদেরও নৈপুণ্যতা কম থাকে না। তবে আইপিএলে এবারের আসরে সব বোলারাই যেন নড়বড়ে। 'আমি ব্যাটিং নিয়ে কোন অবস্থায় থাকছেন। কারণ আন্তর্জাতিক খেলায় যেখানে অনেক বোলার ৪ ওভার বল করে সর্বোচ্চ ৩০ রান দিতেন, সেখানে আইপিএলে এবার প্রায় ম্যাচেই সেই বোলারদেরও দিতে হচ্ছে ৪০ এর উপরে রান।

শুধু তাই নয়, চলমান আইপিএলে দুইশো রানও যেন অতি সহজেই করে ফেলছে ব্যাটাররা। কিন্তু এমন হচ্ছে কেন? কারণ কি? এমন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে অনেকে বলছেন, এর জন্য দায়ী ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম, আবার অনেকে বলছেন উইকেট বানানো হচ্ছে সেভাবে।

তবে ব্যাটারদের একক আধিপত্য এবং বোলারদের এমন কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে খুশি নন ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সুনীল গাভাস্কার। উইকেট থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাটাররা সহায়তা পাওয়ায় আইপিএলের সমালোচনাও করেছেন তিনি।

ভারতীয় এই কিংবদন্তি বলেন, 'আমি ব্যাটিং নিয়ে কোন পরিবর্তন চাই না। এটা নিয়মের মধ্যেই রয়েছে। আমি আগে থেকেই বলে আসছি প্রত্যক মাঠের বাউন্ডারির সীমানা আরো বড় করতে। আরো দুই মিটার বড় করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল যা একটা ছয় এবং ক্যাচের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে দিতে পারে।'

সাম্প্রতিক সময়ে আইপিএলে যেভাবে রান হচ্ছে সেটিরও তীব্র সমালোচনা করেন গাভাস্কার। তিনি বলেন, 'গত কিছুদিনে টি-টোয়েন্টিতে যা দেখছি তা হলো ক্রিকেট কোচরা যেভাবে নেটে ব্যাটিং করান। সবাই যার যার ইচ্ছামতো ব্যাট ঘুরাচ্ছে। এটা দেখতে রোমাঞ্চকর মনে হলেও একটা সময় এটা বিরক্তিতে পরিণত হবে।'

উল্লেখ্য, এবারের আইপিএলে ১৫ বার দুইশ ছাড়িয়েছে দলগুলো। পাঁচটি ম্যাচে হয়েছে ২৫০ এর বেশি রান। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ একাই তিনবার করেছে ২৫০ এর অধিক রান।

পাকিস্তানের সাথে টেস্ট সিরিজ খেলতে
আগ্রহী ভারতের অধিনায়ক রোহিত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে টেস্ট সিরিজ খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তার মতে, বিশ্ব ক্রিকেটের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে টেস্ট সিরিজ হলে অসাধারণ ব্যাপার হবে।

রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে দীর্ঘদিন ধরেই দ্বিপাক্ষীক সিরিজ খেলছে না ভারত ও পাকিস্তান। ২০০৭ সালে সর্বশেষ টেস্ট ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে এই দুই দল। সাদা বলের ফরম্যাটে একে অপরের বিপক্ষে আইসিসি বা এশিয়া কাপের মত টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয় ভারত ও পাকিস্তান। দুই দলের ওই ম্যাচগুলোও হয় নিরপেক্ষ ভেন্যুতে।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এবং ইংল্যান্ডের মাইকেল ভনের সঙ্গে ইউটিউবে চ্যাট শোতে ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষীক সিরিজ নিয়ে নিজের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন রোহিত।

ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার লংগার ভার্সনের ম্যাচ টেস্ট ক্রিকেটের জন্য সহায়ক হবে কিনা, ভনের এমন প্রশ্নের উত্তরে রোহিত বলেন, 'আমি পুরোপুরিভাবে তা বিশ্বাস করি। পাকিস্তান ভালো এবং প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ দল। দুর্দান্ত বোলিং লাইন আপ আছে তাদের। বিশেষ করে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলা হলে, অসাধারণ হবে।'

নিরপেক্ষ ভেন্যুতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সিরিজ আয়োজনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলো ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ২০১২ সাল থেকে কোনো দ্বিপাক্ষিক সিরিজে একে অপরের মুখোমুখি হয়নি ভারত-পাকিস্তান। গেল বছর এশিয়া কাপের ম্যাচ খেলতে পাকিস্তানে যেতে ভারত অস্বীকৃতি জানালে, তাদের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কার মাটিতে অনুষ্ঠিত হয়। তবে একই বছরের অক্টোবরে ভারতের মাটিতে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ঠিকই অংশ নিয়েছিল পাকিস্তান। বিশ্বকাপের ওই ম্যাচটিই দুই দলের সর্বশেষ লড়াই।

দুর্দান্ত মেসিতে জয় পেল মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিওনেল মেসির দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে এমএলএসের ম্যাচে পূর্ণ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছে ইন্টার মায়ামি। স্পোর্টিং কানসাস সিটির পরে এবার নাশভিলের বিপক্ষে জয়ে বড় ভূমিকা রাখেন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।

২১ এপ্রিল ভোর সাড়ে ৫টায় এমএলএসের ম্যাচে চেজ স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয় ইন্টার মায়ামি ও নাশভিল। ম্যাচটিতে ৩-১ গোলে জয় পায় মায়ামি। দরের হয়ে জোড়া গোল করেন মেসি। মেসির পাস থেকে বাকি গোলটি করেন সার্জিও বুসকেটস। নাশভিলের হয়ে একমাত্র গোলটি হয় আত্মঘাতি। অবশ্য ম্যাচের শুরুতে বড় ধাক্কা খেতে হয়েছে মায়ামি। ম্যাচের দুই মিনিটের সময় দলটির ডিফেন্ডার ফ্রাঞ্চো নেগ্রির আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় নাশভিল। তবে ম্যাচে ফিরতে বেশিক্ষণ সময় নেয়নি মায়ামি। ম্যাচের ১১তম মিনিটে সুয়ারেজের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরার মেসি। এরপর ম্যাচের প্রথমার্ধেই লিড নেয় মায়ামি। ৩৯তম মিনিটে মেসির কর্নার কিক থেকে হেড করে দলকে লিড পাইয়ে দেন সার্জিও বুসকেটস। ২-১ গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মায়ামি। বিরতি থেকে ফিরে ৮১তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে নিজের জোড়া গোল পূর্ণ করেন এলএমটেন। শেষ পর্যন্ত ৩-১ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ইন্টার মায়ামি। এর মধ্যদিয়ে আটবারের ব্যালন ডি'অর বিজয়ী তার ক্যারিয়ারে ৮৩০তম গোল করে। আর চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলে ৯ খেলায় নয়টি গোল করলেন। এমএলএসে ৭টি ও কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নশিপে ২টি গোল করেছেন। পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৫টি গোল। এ জয়ের ফলে ১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে মায়ামি।

বিশ্বকাপ নিয়ে পাকিস্তানের সমর্থকদের
'সুখবর' দিলেন আমির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি বছরই রয়েছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বৈশ্বিক এই আসরকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই দলগুলো নিজের পরিকল্পনা শুরু করেছে। এবারের বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নিজেদের সেরা দল গঠনে বেশ মনোযোগী পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। দলের শক্তিমত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেছেন পাক পেসার মোহাম্মদ আমির। দলে ফিরেই পাকিস্তানের সমর্থকদের দিলেন সুখবর। প্রায় চার বছর মাঠের বাইরে থাকার পর পাকিস্তানের জার্সিতে মাঠে নামেন আমির। তিনি জানান, স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য নিয়েই ফিরেছেন তিনি। আসন্ন বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যেই তাকে দলে ফেরানো হয়েছে বলেও জানান এই পেসার। আমির বিশ্বাস করেন, অবসরের আগে তিনি যে টুর্নামেন্টগুলোতে খেলেছিলেন সেগুলোতে দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ড আছে। এবারও সেই ধারা অব্যাহত রাখতে চান তিনি। আমির বলেন, 'আমি ২০০৯ সালে প্রথমবার আসি এবং পাকিস্তান বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনাল খেলি, যেখানে দল চ্যাম্পিয়ন হয়। পিসিবি ম্যানেজমেন্ট আমাকে স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য দিয়ে ফিরিয়ে এনেছে, সেটা হলো বিশ্বকাপ।'

এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের জার্সিতে বিশেষ কিছু করে দেখাতে চান আমির। নিজের ফিটনেস নিয়ে এই পাক পেসার জানান, ২০১৯ সালের চেয়েও বর্তমানে বেশ ফিট আছেন তিনি। আমির বলেন, 'আমি মনে করি আমার ফিটনেস ২০১৯ সালের চেয়ে অনেক ভালো। গেলো কয়েক বছর আমি আগের চেয়ে বেশি ফিট বোধ করছি। আপনি যতই দক্ষ হন না কেনো, ফিট না থাকলে মাঠে নিজের সেরাটা দিতে পারবেন না। আমি বিশ্বাস করি, আমার যে ফিটনেস লেভেল আছে, তাতে আমি দলে বড় অবদান রাখতে পারব।'

মাঠে ফেরা নিয়ে
শঙ্কিত জোফরা আর্চার!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ঘরের মাঠে ফাইনালে উঠেছিল ইংল্যান্ড। যেখানে নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলায় ড্র হওয়ায় সুপার ওভারে গড়ায় শিরোপার লড়াই। আর সেই সুপার ওভারেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ বোলিংয়ে ইংল্যান্ডকে শিরোপার স্বাদ দেন জোফরা আর্চার। আর সেই থেকেই স্পট লাইটে আসেন তিনি।

তবে এই গতি তারকা সর্বশেষ টেস্টে মাঠে ছিলেন ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে। সে সময়ে ইনজুরিতে হুমকির মুখে পড়ে তার ক্যারিয়ার এবং ডানহাতের কনুইতে চিড় ধরায় গত বছরের পুরো ঘরোয়া মৌসুমেই খেলতে পারেননি সাসেক্সের এই পেসার।

এবার ইঞ্জুরি কাটিয়ে আগামী জুনে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে শুরু হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে মাঠে ফেরার প্রত্যাশা ডানহাতি এই পেসারের। তবে আর্চার মনে করেন, আরও একটি স্বপ্ন ভঙ্গের ফলে যে মানসিক এবং শারীরিক ধাক্কা আসবে, সেটি মানিয়ে নেওয়া কঠিন হবে।

ইনজুরির সঙ্গে লড়াই করার মানসিকতা থাকলেও আর্চারের দাবি, 'আমি জানি না, আমাকে আরও এক বছর যাওয়া-আসার মধ্যে থাকতে হবে কি-না।'

ফোরকাস্টস অ্যাথলেট ভয়েস পডকাস্টে আর্চার বলেন, 'সত্যি বলতে, আমি জানি না আমার জন্য আরও এক যাওয়া-আসার বছর আছে কি না। এটা সত্যি যে আমি জানি না আরও এক বছর আমার জন্য কি অপেক্ষা করছে।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি পুরো এক বছর ক্রিকেট থেকে দূরে আছি। গত বছর জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত খেলেছিলাম। আমার মনে হয়, আগের বছর সাসেক্সের হয়ে এক বা দুটি ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু আমি পুরো বছর খেলেনি।'

এই মাসের শুরুর দিকে ইংল্যান্ড ক্রিকেটের প্রধান রব কি জানিয়েছেন, ২০২৫ সাল পর্যন্ত কোনো টেস্ট ম্যাচ খেলবেন না আর্চার। আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই আর্চারের মূল্য লক্ষ্য।

বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডের শিরোপা ধরে রাখার মিশনে আর্চার বড় ভূমিকা রাখবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে তার খেলার সম্ভাবনা এখনও ক্ষীণ।

আর্চারের ভাষ্য, 'জুন মাসের প্রথম ম্যাচে আমি সত্যিই দলে থাকতে চাই। গত দুই বছর দলে যাওয়া-আসার মধ্যে ছিলাম। আমি মনে করি, সবাই এই বিষয়টিকে সহজভাবেই নিয়েছে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR